ইসলামী আকীদা বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ

মাসআলা

মূলঃ শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে জামীল যাইনু

শিক্ষক দারুল হাদীস খাইরিয়া, মক্কা মুকার্‌রমা।

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ আব্দুর রব আফ্‌ফান

লিসান্স মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদি আরব।

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়ঃ মাকতাবাতুস সুন্নাহ

প্রধান কার্যালয়:

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)

শাখা কার্যালয়:

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা) বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ/নগদ-ব্যক্তিগত)।

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী ২০১৬ ঈসায়ী
তৃতীয় প্রকাশ: জুন ২০১৯ ঈসায়ী
চতুর্থ প্রকাশ: অক্টোবর ২০২২ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য: ৩০ (ত্রিশ) টাকা।

সূচিপত্র

ইসলাম

১। ইসলাম কি?

উত্তর: জিবরীল (আ.) যখন ইসলাম সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন, তখন উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

ইসলাম হচ্ছে: এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকারের কোন মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রসূল, সালাত কায়িম করা, যাকাত আদায় করা, রমাদ্বানের সিয়াম পালন করা এবং সামর্থ থাকলে আল্লাহর ঘরের হাজ্জ আদায় করা।[১]

ঈমান

২। ঈমান কি?

উত্তর: জিবরীল আ. যখন ঈমান সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে প্রশ্ন করলেন, তখন উত্তরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন:

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ

ঈমান হচ্ছে: তুমি আল্লাহ, তার ফেরেশতাকুল, তার কিতাবসমূহ, তার প্রেরিত রসূলগণ ও আখিরাতের উপর ঈমান আনবে, আর তাকদীরের ভাল-মন্দের উপরও ঈমান আনবে।[২]

---

[১] সহীহ মুসলিম হা/৮।

[২] সহীহ মুসলিম হা/৮।

ইবাদত

৩। প্রশ্ন : আল্লাহ তা'আলা আমাদের কেন সৃষ্টি করেছেন?

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা আমাদের সৃষ্টি করেছেন এ জন্য যে, আমরা তার ইবাদত করব, তার আনুগত্য করব, তার সাথে কাউকে শরীক করব না। তিনি বলেন :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ

আমি জ্বিন এবং মানব জাতিকে এজন্য সৃষ্টি করেছি যে, তারা শুধু আমার ইবাদত করবে।[৩] রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

فَإِنَّ حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ، وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

বান্দার উপর আল্লাহর হক হচ্ছে, তারা তার ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না।[৪]

৪। প্রশ্ন : ইবাদত বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ ইবাদত একটি ব্যাপক বিষয়। ইসলামি আকীদা, আল্লাহর পছন্দনীয় প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কথা ও কাজসহ সবকিছু এর অন্তর্ভুক্ত। যেমনঃ দুআ, সালাত, বিনয়-নম্রতা, তাক্বওয়া ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾

বলুনঃ আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও মরণ বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। সূরা আল-আন'আম ৬:১৬২

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ আমি আমার বান্দার উপর যা ফরয করেছি, তার চেয়ে অধিক প্রিয় কোনো জিনিসের মাধ্যমে বান্দা আমার সান্নিধ্য লাভ করতে পারেনি। আর আমার বান্দা নফল ইবাদাতের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে।[৫]

---

[৩] সূরা আয-যারিয়াত ৫১:৫৬।

[৪] সহীহ বুখারী হা/২৮৫৬ ও সহীহ মুসলিম ৩০

[৫] হাদীসে কুদসী, সহীহ বুখারী হা/৬৫০২।

৫। প্রশ্ন: ইবাদত কত প্রকার ?

উত্তর: ইবাদতের অনেক প্রকার রয়েছে। যেমন: দুআ, আল্লাহর ভয়, তার নিকট প্রত্যাশা, তার উপর ভরসা, তার নিকট আকাঙ্ক্ষা, তার উদ্দেশ্যে যবেহ, মানত, রুকু-সিজদা, তাওয়াফ ও শপথ ইত্যাদি। এর ভেতর কোন একটি জিনিস আল্লাহর জন্য না হলে ইবাদত বলে গণ্য হবে না।

৬। প্রশ্ন: আমরা কিভাবে আল্লাহর ইবাদত করব?

উত্তর: আমরা আল্লাহর ইবাদত সেভাবে করব যেভাবে আল্লাহ এবং তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبۡطِلُوٓاْ أَعۡمَـٰلَكُمۡ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য কর। আর তোমরা তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করো না। সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:৩৩।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

﴿مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ ٱللَّهَۖ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَآ أَرۡسَلۡنَـٰكَ عَلَيۡهِمۡ حَفِيظٗا﴾

যে রসূলের আনুগত্য করল, সে প্রকারান্তরে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে বিমুখ হল, আমি আপনাকে তাদের উপর তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে প্রেরণ করিনি। সূরা আন নিসা ৪:৮০। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد

যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছে যা এতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।[৬]

[৬] সহীহ বুখারী হা/২৬৯৭, সহীহ মুসলিম হা/১৭১৮, আবূ দাউদ হা/৪৬০৬, ইবনে মাজাহ হা/১৪

রিসালাত

৭। প্রশ্ন : আল্লাহ রসূলগণকে কেন প্রেরণ করেছেন ?

উত্তরঃ আল্লাহ তার বান্দাদের তাওহীদ ও ইবাদতের দিকে আহ্বান জানাতে রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ ٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلطَّٰغُوتَ﴾

“আমি প্রত্যেক জাতির কাছে রসূল পাঠিয়েছি এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে এবং ‘ত্বগূত” বর্জন করবে। সূরা আন-নাহাল ১৬:৩৬

ত্বগূতঃ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যা কিছুর ইবাদত বা উপাসনা করা হয় এবং উপাস্য সে উপাসনায় সন্তুষ্টি প্রকাশ করে সেই ত্বগূত। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত মানুষ স্বেচ্ছায়-সন্তুষ্ট চিত্তে যার ইবাদত করে, যাকে আহ্বান করে সেই ত্বগূত। হোক তা শয়তান, দেবতা, আল্লাহর হুকুমের বিপরীত হুকুম প্রদানকারী নেতা বা ইমাম, আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী অত্যাচারী শাসক ইত্যাদি।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ নবীগণ ভাই-ভাই...আর তাদের দীন এক অর্থাৎ প্রত্যেক নবী আল্লাহর একত্বের আহবান জানিয়েছেন।[৭]

তাওহীদ

৮। প্রশ্ন : তাওহীদে রুবুবিয়্যাত বা আল্লাহর ‘রব’ সিফাতে তাওহীদ বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : আল্লাহর কার্যাবলীতে কাউকে অংশীদার না করা। অর্থাৎ একমাত্র তিনি সৃষ্টিকর্তা, রিযিক দাতা, জীবন-মৃত্যু ও উপকার-অপকারের মালিক ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ﴾

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। সূরা আল-ফাতিহা ১:২

[৭] সহীহ বুখারী হা/৩৪৪৩, সহীহ মুসলিম হা/২৩৬৫

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে সম্বোধন করে বলেন: তুমি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিপালক।[৮]

৯। প্রশ্ন : তাওহীদে উলুহিয়াহ বা ইবাদতে তাওহীদ বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর: ইবাদতের মালিক শুধু আল্লাহকেই জ্ঞান করা এবং সকল ইবাদত তার জন্য উৎসর্গ করা। যেমন : দ'আ, যবেহ, মানত, বিনয়াবনত অবস্থা, প্রার্থনা, সালাত, ভরসা ও ফায়সালা ইত্যাদির মালিক আল্লাহকে স্বীকার করা এবং শুধু তার জন্যই সম্পাদন করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ ۖ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ﴾

আর তোমাদের ইলাহ একজন-ই, তিনি ব্যতীত প্রকৃত অন্য কোন ইলাহ নেই, তিনি দয়াময় অতি দয়ালু। সূরা আল বাকারা ২:১৬৩।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ

সর্ব প্রথম তাদেরকে এ সাক্ষ্য দেয়ার প্রতি আহ্বান করবে যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্য কোন ইলাহ নেই।[৯]

সহীহ বুখারীর (৭৩৭২) অন্য বর্ণনায় রয়েছে: আল্লাহর একত্বের/ঈমানের প্রতি তাদেরকে আহবান করবে।"

১০। প্রশ্ন : রুবুবিয়্যাত ও উলুহিয়াত বা ইবাদতের ক্ষেত্রে তাওহীদের লক্ষ্য কি?

উত্তর : রুবুবিয়্যাত বা আল্লাহর সিফাতে 'রব' এবং ইবাদাতে তাওহীদের লক্ষ্য হল, মানুষ আল্লাহর বড়ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব অন্তরে ধারণ করত সকল ইবাদত তার জন্য উৎসর্গ করবে। নিজ কর্ম ও আচরণে তার অনুসরণ করবে। অন্তরে ঈমান সুদৃঢ় রাখবে এবং পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করবে।

১১। প্রশ্ন: আল্লাহ্‌র নাম ও গুণাবলীতে তাওহীদ বলতে কি বুঝায়?

উত্তর: আল্লাহ্ তা'আলা তার কিতাবে নিজেকে যেসব গুণে গুণান্বিত করেছেন অথবা তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিশুদ্ধ হাদীসে তার যেসব

[৮] সহীহ বুখারী হা/৬৩৪৬, আবূ দাউদ হা/৫০৫১

[৯] সহীহ বুখারী হা/১৩৯৫

গুণাবলী বর্ণনা করেছেন তা প্রকৃত অর্থে, কোনরূপ অপব্যাখ্যা, তার কোন সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য স্থাপন, তার প্রকৃতগুণকে নিষ্ক্রিয় করা এবং কোন বিশেষ আকৃতি ধারণা করা ব্যতীত যথাযথ রূপেই বর্ণিত গুণাবলী তার জন্য স্থির করা বুঝায়।

যেমন: আরশে সমুন্নত হওয়া, অবতরণ করা, হাত ইত্যাদি আল্লাহর পরিপূর্ণ শানের উপযোগী পর্যায়ে সাব্যস্ত করা বুঝা যায়। পবিত্র কুরআনের বাণী:

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ﴾

কোন কিছুই তার সাদৃশ্য নয়, তিনি সর্ব শ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। সূরা আশ-শুরা ৪২:১১

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "আমাদের রব পৃথিবীর আকাশে প্রত্যেক রাতে অবতরণ করেন।"[১০] পৃথিবীর আকাশে আল্লাহ নিজস্ব শান ও স্বাতন্ত্রতা বজায় রেখে অবতরণ করেন, যার সাথে অন্য কোন কিছুর তুলনা হয় না।

আমল কবুল হওয়ার শর্তাবলী

১২। প্রশ্ন: আমল কবুল হওয়ার শর্তাবলী কি?

উত্তর: আল্লাহ গাফুরুর রাহীমের নিকট আমল কবুল হওয়ার ৩টি শর্ত রয়েছে।

এক: আল্লাহ ও তার তাওহীদের উপর ঈমান আনা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ كَانَتۡ لَهُمۡ جَنَّٰتُ ٱلۡفِرۡدَوۡسِ نُزُلًا﴾

নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের মেহমানদারির জন্য রয়েছে জান্নাতুল ফেরদাউস। সূরা আল কাহাফ ১৮:১০৭।

[১০] সহীহ বুখারী হা/১১৪৫, ৬৩২১

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ

যে ব্যক্তি জানে যে, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন মাবুদ নেই এবং এ বিশ্বাস নিয়েই মৃত্যুবরণ করল, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১১]

দুই: ইখলাস। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিশুদ্ধ নিয়্যাতে আল্লাহর ইবাদত করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصٗا لَّهُ ٱلدِّينَ﴾

আমি আপনার প্রতি এ কিতাব যথার্থরূপে নাযিল করেছি। অতএব,আপনি নিষ্ঠার সাথে আল্লাহর ইবাদত করুন। সূরা আয যুমার ৩৯:২

﴿وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ﴾

তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ করা হয়নি যে,তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে, সালাত কায়েম করবে এবং যাকাত দেবে। এটাই সঠিক দীন। সূরা আল বাইয়্যিনাহ ৯৮:৫

তিন: রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নির্দেশানুযায়ী আমল করা।

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمۡ عَنۡهُ فَٱنتَهُواْۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ﴾

রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন,তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। সূরা আল হাশর ৫৯:৭

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد

[১১] সহীহ মুসলিম হা/২৬।

যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনে নতুন কিছু উদ্ভাবন করেছে যা এতে নেই, তা প্রত্যাখ্যাত।[১২]

শিরক

১৩। প্রশ্ন: আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় পাপ কি?

উত্তর: শিরকে আকবার। আল্লাহ তা'আলা লোকমান (আ.) এর উপদেশ উল্লেখ করে বলেন:

﴿وَإِذْ قَالَ لُقْمَٰنُ لِٱبْنِهِۦ وَهُوَ يَعِظُهُۥ يَٰبُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِٱللَّهِ ۖ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ﴾

"আর যখন লোকমান তার পুত্রকে বলল, হে বৎস! আল্লাহর সাথে শরীক করো না, নিশ্চয় শিরক বড় যুলুম। সূরা লুকমান ৩১:১৩

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে জিজ্ঞাসা করা হল, সবচেয়ে বড় পাপ কি ? তিনি বললেন: "যে আল্লাহ তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর সাথে শরীক করা।[১৩]

১৪। প্রশ্ন : বড় শিরক কি ?

উত্তর: যে কোন ইবাদত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো জন্য নিবেদন করা। যেমন: দুআ, যবেহ ইত্যাদি। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۖ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾

"আর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য এমন কাউকে ডাকবে না, যে তোমার উপকারও করে না, ক্ষতিও করে না, আর যদি তুমি তা কর তবে অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।" অর্থাৎ মুশরিকদের মধ্যে গণ্য হবে। সূরা ইউনুস ১০:

[১২] সহীহ বুখারী হা/২৬৯৭, সহীহ মুসলিম হা/১৭১৮, আবূ দাউদ হা/৪৬০৬, ইবনে মাজাহ ১৪

[১৩] সহীহ বুখারী হা/৪৪৭৭, ৪৭৬১, ৬০০১, সহীহ মুসলিম হা/৮৬, আবূ দাউদ হা/২৩১০।

১০৬। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: কাবীরা গুনাহর ভেতর সবচেয়ে বড় গুনাহ হল:

الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ–أَلاَ وَقَوْلُ الزُّورِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ

আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার নাফারমানী করা এবং মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।[১৪]

১৫। প্রশ্ন: বড় শিরকের পরিণাম কি ?

উত্তর : চিরস্থায়ী জাহান্নাম। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشۡرِكۡ بِٱللَّهِ فَقَدۡ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ ٱلۡجَنَّةَ وَمَأۡوَىٰهُ ٱلنَّارُۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ﴾

যে কেউ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করবে আল্লাহ্ তার ওপর জান্নাত অবশ্যই হারাম করবেন, এবং তার ঠিকানা জাহান্নাম। আর জালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। সূরা আল মায়েদা ৫: ৭২। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করে মৃত্যুবরণ করল সে জাহান্নামে যাবে।[১৫]

১৬। প্রশ্ন: আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা অবস্থায় সৎকর্ম কাজে আসবে কি ?

উত্তর: শিরকের সাথে সৎকর্ম কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَوۡ أَشۡرَكُواْ لَحَبِطَ عَنۡهُم مَّا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ﴾

"তারা যদি শিরক করত তবে তাদের সমস্ত কৃতকর্ম নষ্ট হয়ে যেত। সূরা আল-আন্‌আম ৬:৮৮।

[১৪] সহীহ বুখারী হা/৫৯৭৬, মুসলিম হা/৮৭।

[১৫] সহীহ মুসলিম হা/৯২

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ

'আমি শরীকদের শিরক থেকে অনেক দূরে, যে ব্যক্তি তার কৃতকর্মে আমার সাথে অন্যকে শরীক করল আমি তাকে ও তার শিরককে অগ্রাহ্য করি।[১৬]

১৭। প্রশ্ন : আমরা মৃত বা অনুপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট ফরিয়াদ করব কি ?

উত্তর: না, আমরা মৃত বা অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট ফরিয়াদ করব না। বরং আল্লাহ্‌র নিকট ফরিয়াদ করব। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخۡلُقُونَ شَيۡـٔٗا وَهُمۡ يُخۡلَقُونَ ٢٠ أَمۡوَٰتٌ غَيۡرُ أَحۡيَآءٖۖ وَمَا يَشۡعُرُونَ أَيَّانَ يُبۡعَثُونَ ٢١﴾

"তারা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করে না বরং তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়। তারা নিষ্প্রাণ, নির্জীব এবং কখন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে সে বিষয়ে তাদের কোন চেতনা নেই। সূরা আন-নাহাল ১৬:২০-২১

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: "হে চিরঞ্জীব, সবার ধারক ও বাহক, আমি তোমার রহ্‌মত ফরিয়াদ করি।[১৭]

১৮। প্রশ্ন : আমরা কি জীবিত ব্যক্তির নিকট ফরিয়াদ করতে পারি?

উত্তর: হ্যাঁ! যেসব ক্ষেত্রে জীবিত ব্যক্তি সামর্থ রাখে সে সব ব্যাপারে সাহায্যের ফরিয়াদ করা যাবে। আল্লাহ তা'আলা মুসা আলাইহিস্ সালামের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন:

﴿فَٱسۡتَغَٰثَهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِۦ عَلَى ٱلَّذِي مِنۡ عَدُوِّهِۦ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيۡهِۖ﴾

"মুসার দলের লোকটি তার শত্রুর বিরুদ্ধে তার সাহায্য কামনা করল, তখন মুসা তাকে ঘুষি মারল, যার ফলে সে মরে গেল। সূরা আল-কাসাস ২৮:১৫

[১৬] হাদীসে কুদসী - সহীহ মুসলিম ২৯৮৫

[১৭] হাসান লি গাইরিহী: তিরমিযী ৩৫২৪

১৯। প্রশ্ন : আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য প্রার্থনা কি জায়েয ?

উত্তর: যে সব ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের কোন ক্ষমতা নেই সে ক্ষেত্রে জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলার বাণী,

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

আমরা শুধু তোমারই ইবাদত করি, শুধু তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি। সূরা আল-ফাতেহা : ৫

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : "যখন প্রার্থনা করবে শুধু আল্লাহ্‌র নিকট করবে, যখন সাহায্য কামনা করবে আল্লাহ্‌র কাছেই করবে।[১৮]

২০। প্রশ্ন : আমরা জীবিত ব্যক্তির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করব কি?

উত্তর : হ্যাঁ, যে সব ক্ষেত্রে জীবিত লোক সামর্থ রাখে। যেমন : ঋণ বা কোন বস্তু প্রার্থনা করা। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ﴾

সৎকর্ম ও আল্লাহ ভীতিতে তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে। সূরা আল -মায়িদা ৫:২।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : আল্লাহ ঐ বান্দার সাহায্যে আছেন যে বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে।[১৯]

কিন্তু রোগ মুক্তি, হিদায়াত, রুযী ও এ ধরনের অন্য কিছু আল্লাহ্‌ ব্যতীত অন্যের নিকট চাওয়া যাবে না। কেননা জীবিত ব্যক্তিও এসব ক্ষেত্রে মৃত ব্যক্তির মত অপারগ।

ইব্‌রাহীম আ. এর কথা বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهۡدِينِ ۝٧٨ وَٱلَّذِي هُوَ يُطۡعِمُنِي وَيَسۡقِينِ ۝٧٩ وَإِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ يَشۡفِينِ ۝٨٠﴾

[১৮] সহীহ: তিরমিযী হা/২৫১৬, মুসনাদে আহমাদ হা/২৭৬৩

[১৯] সহীহ মুসলিম হা/২৫৮০, ২৬৯৯, আবূ দাউদ হা/৪৯৪৬

যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। তিনিই আমাকে পানাহার করান এবং রোগাক্রান্ত হলে তিনিই আমাকে রোগ মুক্ত করেন। সূরা আশ-শু'আরা ২৬:৭৮-৮০

২১। প্রশ্ন : আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে মানত করা জায়েয কি ?

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের উদ্দেশ্যে মানত করা জায়েয নয়। আল্লাহ্ তা'আলা ইমরানের স্ত্রীর কথা বর্ণনা করে বলেন,

﴿رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا﴾

হে আমার প্রতিপালক! আমার গর্ভে যা আছে তা একান্ত তোমার জন্য আমি উৎসর্গ করলাম। সূরা আলে-ইমরান : ৩৫

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মানত করল সে যেন তার আনুগত্য করে, আর যে আল্লাহ্র অবাধ্যতার মানত করল সে যেন তার অবাধ্যতা না করে।[২০]

যাদুর বিধান

২২। প্রশ্ন : যাদুর বিধান কি ?

উত্তরঃ যাদু কাবীরা গুণাহর অন্তর্ভুক্ত, কখনো কুফরী হতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَٰكِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ﴾

বরং শয়তানরাই কুফরী করেছিল, তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত। আল-বাকারা ২:১০২

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ সাতটি ধ্বংসাত্মক পাপ থেকে দূরে থাকঃ আল্লাহর সাথে শরীক করা, যাদু করা, যথার্থ কারণ ছাড়া কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সুদ খাওয়া, ইয়াতিমের মাল (অন্যায়ভাবে) খাওয়া, জিহাদের ময়দান থেকে পিঠ ফিরিয়ে নেয়া, সতী সাধ্বী সরলমনা মুমিনা নারীকে মিথ্যা অপবাদ দেয়া। সহীহ মুসলিম হা/৮৯

[২০] সহীহ বুখারী হা/৬৬৯৬

যাদুকর কখনো মুশরিক, কখনো কাফের ও কখনো ফাসাদ সৃষ্টিকারী হয়ে থাকে। ইসলামি বিধান মোতাবেক তাকে তার কৃতকর্মের শাস্তি স্বরূপ হত্যা করা ওয়াজিব।

যাদুকরের কৃতকর্ম নিম্নরূপ হয়ে থাকে: কোন কিছু নষ্ট করা, ইন্দ্রজাল বা ভেল্কিবাজি, দীন থেকে পথভ্রষ্ট করা, পরস্পরে বিবাদ সৃষ্টি করা, কৃত অপরাধ গোপন করা, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা, কোন জীবন নষ্ট করা, অথবা জ্ঞান শুন্য করে ফেলা ইত্যাদি যা অনেক খারাপ ফলাফল বয়ে নিয়ে আসে।

২৩। প্রশ্ন: আমরা গায়েবের ব্যাপারে গণক এবং ভবিষ্যৎ বা গায়েবের খবর দাতাদের বিশ্বাস করব কি ?

উত্তর: আমরা তাদেরকে বিশ্বাস করব না, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ﴾

"বল, আল্লাহ ব্যতীত গায়েব বা অদৃশ্যের খবর আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে কেউ রাখে না। সূরা আন-নামল ২৭: ৬৫ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

مَنْ أَتَى كَاهِنًا، أَوْ عَرَّافًا، فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি গণক বা ভবিষ্যৎ বেত্তার নিকট আসল এবং তার কথা বিশ্বাস করল, সে নিশ্চয় মুহাম্মাদের উপর যা অবতীর্ণ হয়েছে তার সাথে কুফরী করল।[২১]

ছোট শিরক

২৪। প্রশ্ন : ছোট শিরক বলতে কি বুঝায় ?

উত্তর : ছোট শিরক কবিরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তবে ছোট শিরককারী জাহান্নামে চিরদিন থাকবে না। ছোট শিরক কয়েক প্রকার। যেমন: 'রিয়া' বা লোক দেখানো আমল। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

[২১] হাসান: মুসনাদে আহ্মাদ ৯৫৩৬, আবূ দাউদ ৩৯০৪।

﴿فَمَن كَانَ يَرۡجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلۡيَعۡمَلۡ عَمَلٗا صَٰلِحٗا وَلَا يُشۡرِكۡ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدَۢا﴾

সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাত কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। সূরা আল-কাহ্ফ ১৮:১১০

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশী যে পাপের ভয় পাই তা হলো ছোট শিরক তথা 'রিয়া'।[২২] (রিয়া : যে সকল আমল আল্লাহর জন্য করা হয়, তা মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে সম্পাদন করা।)

২৫। প্রশ্ন : আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা জায়েয কি ?

উত্তরঃ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করা জায়েয নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿قُلۡ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبۡعَثُنَّ﴾

বল, নিশ্চয় আমার রবের শপথ! তোমরা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। সূরা আত তাগাবুন ৬৪:৭

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ যে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত অন্যের নামে শপথ করল সে অবশ্যই শিরক করল।[২৩] তিনি আরো বলেনঃ কারো যদি শপথ করার প্রয়োজন হয় সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে অথবা চুপ থাকে।[২৪]

কিন্তু কেউ যদি কোন ওলীর ব্যাপারে এ বিশ্বাস পোষণ করে শপথ করে যে, তার ক্ষতি করার ক্ষমতা রয়েছে তবে তা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। কারণ এতে প্রতিয়মান হয়, সে উক্ত ওলীর নামে মিথ্যা শপথে ভয় পায়, তাই সে তার নামে শপথ করছে।

[২২] সহীহঃ তিরমিযী হা/১৫৩৫, মুসনাদে আহ্মাদ ২৩৬৩০

[২৩] সহীহঃ তিরমিযী হা/১৫৩৫।

[২৪] সহীহঃ তিরমিযী হা/১৫৩৪

২৬। প্রশ্ন : আরোগ্য লাভের জন্য সুতা বা বালা ব্যবহার করা যায় কি?

উত্তরঃ আরোগ্যের জন্য সুতা বা বালা ব্যবহার করা যাবে না। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ﴾

“আর আল্লাহ্ যদি তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই, পক্ষান্তরে তিনি যদি তোমার কল্যাণ করেন, তবে তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাবান। সূরা আল আন্‌আম ৬:১৭

প্রখ্যাত ছাহাবী হুযাইফা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে জ্বর থেকে বাঁচার জন্য হাতে সুতা পরিহিত অবস্থায় দেখেন, তখন উক্ত সুতা কেটে ফেলে বলেনঃ

﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ﴾

তাদের অধিকাংশ আল্লাহকে বিশ্বাস করে, কিন্তু তার সাথে শরীক করে। সূরা ইউসুফ ১২: ১০৬

২৭। প্রশ্ন : কুনজর থেকে বাঁচার জন্য পুঁতি, কড়ি বা এ ধরনের অন্য কোন বস্তু ঝুলানো যায় কি?

উত্তর : কুনজর থেকে বাঁচার জন্য এগুলি ঝুলানো যাবে না, কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ ﴾

আর আল্লাহ্ যদি তোমাকে কোন কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা মোচনকারী আর কেউ নেই। সূরা আল আন্‌আম ৬:১৭

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি তাবীজ-কবচ ঝুলাল সে শিরক করল।[২৫]

[২৫] সহীহঃ ইবনে মাজাহ ৩৫৩০, আবূ দাউদ ৩৮৮৩, মুসনাদে আহমাদ ৩৬১৫।

অসীলা ও তার প্রকারভেদ

২৮। **প্রশ্নঃ** কিসের মাধ্যমে আল্লাহর অসীলা বা নৈকট্য গ্রহণ করা যায়?

উত্তরঃ অসীলা বা নৈকট্য গ্রহণের উপায় দু'ধরনের হয়ে থাকে। (১) বৈধ ও (২) অবৈধ।

(১) বৈধ ও পালনীয় অসীলা গ্রহণের উপায় হলো :

(ক) আল্লাহ তা'আলার নাম ও গুণাবলির মাধ্যমে (খ) সৎকর্মের মাধ্যমে ও (গ) জীবিত সৎব্যক্তিদের দুআর মাধ্যমে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا﴾

"আল্লাহ্‌র জন্য রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম, অতএব তোমরা তাকে সেই সব নামেই ডাকবে। সূরা আল আ'রাফ ৭:১৮০ আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ﴾

"হে মুমিনগণ! আল্লাহ্‌কে ভয় কর, তার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর। সূরা আল-মায়িদা ৫:৩৫ (তার আনুগত্য এবং তার পছন্দনীয় কাজের মাধ্যমে তার নৈকট্য লাভ কর।)

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন : (হে আল্লাহ্!) আমি তোমার নিকট ঐ সমস্ত নামের (অসীলায়) মাধ্যমে প্রার্থনা করি যে সমস্ত নামে তুমি নিজের নামকরণ করেছ। মুসনাদে আহ্‌মাদ

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং ওলীদের প্রতি আল্লাহ্‌র ভালবাসার ওসীলা এবং রসূল ও ওলীদের প্রতি আমাদের ভালবাসার ওসীলা গ্রহণ জায়েয। কেননা তাদের ভালবাসাও সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, আমরা এভাবে বলতে পারি : (হে আল্লাহ্ ! তোমার রসূল ও ওলীদের প্রতি ভালবাসার ওসীলায় আমাদেরকে সাহায্য কর এবং তোমার রসূল ও ওলীদের প্রতি তোমার ভালবাসার অসীলায় আমাদের রোগ মুক্ত কর।)"

(২) অবৈধ অসীলা গ্রহণের রূপঃ মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা, তাঁর নিকট প্রয়োজনীয় বস্তু চাওয়া। যেমন বর্তমানে কতক মুসলিম দেশে তা রয়েছে, এটি বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ﴾

"আর আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকবে না, যা তোমার উপকারও করে না, অপকারও করে না। যদি তা কর তবে তুমি অবশ্যই যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হবে। সূরা ইউনুস ১০:১০৬ অর্থাৎ মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর মর্যাদার অসীলা গ্রহণ করা। যেমন, কেউ বলল: "হে আল্লাহ, মুহাম্মাদের মর্যাদার ওসীলায় আমার রোগ মুক্ত কর।" এ ধরনের কথাতেও চিন্তার বিষয় রয়েছে। কারণ, সাহাবায়ে কেরাম কখনো এ ধরনের অসীলা করেননি।

খলীফা উমার রা. রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যুর পর তাঁর ওসীলা গ্রহণ না করে তাঁর জীবিত চাচা আব্বাসের দুআর অসীলা গ্রহণ করেছেন। অতএব, কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ্ কোন ব্যক্তির মধ্যস্থতার মুখাপেক্ষী, তবে উক্ত ওসীলা শিরকের পর্যায়ে যেতে পারে। যেমন: আমীর ও রাষ্ট্র প্রধান মধ্যস্থতার মুখাপেক্ষী। এটা প্রকৃত পক্ষে সৃষ্টিকর্তার সাথে সৃষ্টি জীবের সাদৃশ্য স্থাপন করার ন্যায়। ইমাম আবু হানীফা রহি. বলেন: আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের মাধ্যমে প্রার্থনা করা মাকরূহ মনে করি।দুররে মুখতার

দুআ ও তার বিধান

২৯। প্রশ্ন: দুআ কবুল হওয়ার জন্য কোন সৃষ্টিজীবকে মাধ্যম করা কি জরূরী?

উত্তর: দুআর জন্য কোন সৃষ্টিজীবকে মাধ্যম করার প্রয়োজন নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌۖ﴾

"আমার বান্দাগণ যখন তোমাকে আমার সম্মন্ধে প্রশ্ন করে, আমি তো নিকটেই। সূরা আল-বাকারা ২:১৮৬

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: নিশ্চয় তোমরা নিকটতম সর্বশ্রোতাকে ডাকছ, যিনি তোমাদের সাথেই রয়েছেন।[২৬] অর্থাৎ তিনি তোমাদের সব কিছু শুনেন ও দেখেন।

৩০। প্রশ্ন : জীবিত ব্যক্তির নিকটে প্রার্থনা করা জায়েয কি?

উত্তর : হ্যাঁ, প্রার্থনা মৃত ব্যক্তির নিকট নয়, বরং জীবিত (উপস্থিত) ব্যক্তির নিকট জায়েয। আল্লাহ তা'আলা রসূলের জীবদ্দশায় তাকে সম্বোধন করে বলেন:

﴿ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ ﴾

ক্ষমা প্রার্থনা কর তোমার এবং মুমিন নর-নারীদের পাপের জন্য। সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:১৯

তিরমিযী বর্ণীত সহীহ হাদীসে এসেছে : দৃষ্টি শক্তিহীন এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বলল: আল্লাহর কাছে দুআ করেন যেন আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দান করেন। তিনি বলেন: যদি তুমি চাও দুআ করব, আর যদি চাও ধৈর্যধারণ কর, তবে তাই তোমার জন্য উত্তম। সহীহ: তিরমিযী হা/৩৫৭৮

শাফাআত

৩১। প্রশ্ন : রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর শাফাআত কার নিকট চাইতে হবে ?

উত্তর: রসূলের শাফাআত আল্লাহ্‌র নিকট চাইতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعًا ﴾

"বল, সকল সুপারিশ আল্লাহ্‌রই ইখতিয়ারে" সূরা আয যুমার ৩৯:৪৪

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনৈক সাহাবীকে শিক্ষাদান কল্পে বলেন, বল, "হে আল্লাহ, তাকে আমার সুপারিশকারী নিয়োগ কর।" অর্থাৎ রসূলকে আমার সুপারিশকারী বানাও। সহীহ: তিরমিযী হা/৩৫৭৮

[২৬] সহীহ মুসলিম ২৭০৪, সহীহ বুখারী ২৯৯২, তিরমিযী ৩৪৬১

তিনি আরো বলেন: আমি আমার উম্মতের জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আমার সুপারিশের প্রার্থনা গোপন রেখেছি। আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় কিয়ামত দিবসে এ সুপারিশ আমার উম্মতের প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি প্রাপ্ত হবে, যে আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছু শরীক না করে মৃত্যুবরণ করল। সহীহ মুসলিম হা/১৯৯

৩২। প্রশ্ন : জীবিত ব্যক্তির নিকট কি সুপারিশ চাওয়া যাবে ?

উত্তর: জীবিত ব্যক্তির নিকট পার্থিব জগতের ব্যাপারে সুপারিশ চাওয়া যাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ﴾

"কেউ কোন ভাল কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে এবং কেউ কোন মন্দ কাজের সুপারিশ করলে তাতে তার অংশ থাকবে। সূরা আন-নিসা ৪: ৮৫ (অর্থাৎ সে তার ভাল-মন্দ সুপারিশের জন্য প্রতিদান পাবে)। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

«اشْفَعُوا تُؤْجَرُوا»

"সুপারিশ কর প্রতিদান পাবে। সহীহ: আবু দাউদ হা/৫১৩২, নাসাঈ হা/২৫৫৬।

সুফীবাদ ও তার ভয়াবহতা

৩৩। প্রশ্ন : সুফী তত্ত্বের ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান কি?

উত্তর : সুফীবাদ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ছাহাবা ও তাবিয়ীদের যুগে ছিল না। পরবর্তী যুগে ইউনান তথা গ্রীক দর্শন আরবী ভাষায় অনুবাদ হওয়ার পর তা প্রকাশ পায়। ইসলামের সাথে সুফীবাদের বহুক্ষেত্রে বিরোধ রয়েছে। যেমন:

(১) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা: অধিকাংশ সুফীগণ আল্লাহ্ ব্যতীত মৃত ব্যক্তির নিকট প্রার্থনা করে। অথচ রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "দুআ হলো ইবাদত।[২৭] কারণ, আল্লাহ্ ব্যতীত

[২৭] সহীহ: তিরমিযী হা/৩৩৭২।

অন্যের নিকট প্রার্থনা করা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত যা সমস্ত সৎকর্ম নষ্ট করে দেয়।

(২) অধিকাংশ সুফীগণ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় সত্তায় সর্বস্থানে বিরাজমান। অথচ তা কুরআন বিরোধী। ইরশাদ হচ্ছে :

اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى

"দয়াময় 'আরশে' সমুন্নত।[২৮] (এর ব্যাখ্যায় বুখারীর ভাষ্য অনুযায়ী তিনি উপরে ও উচ্চে অধিষ্ঠিত।)

(৩) কতিপয় সুফীর ভ্রান্ত বিশ্বাস, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সৃষ্ট জীবের ভিতরে অবতরণ করেন। যেমন ভ্রান্ত সুফী সম্রাট ইব্‌নে আরাবী-যার কবর সিরিয়ার দামেস্কে- বলেন : "বান্দাই তো রব আর রবই তো বান্দা। হায়! কিছুই বুঝি না, কে আমল করার জন্য আদিষ্ট?" তাদের আরেক তগুত বলে: "কুকুর হোক আর শুকর হোক, সেই তো আমাদের মা'বুদ।"

(৪) অধিকাংশ সুফীর ধারণা যে আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর জন্য দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন। অথচ এটা কুরআন বিরোধী আকীদা। ইরশাদ হচ্ছে:

﴿وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾

"আমি জ্বিন ও মানুষকে ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। সূরা আয-যারিয়াত : ৫৬। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

﴿وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَٱلْأُولَىٰ﴾

"আমি তো পরকাল ও ইহকালের মালিক। সূরা আল-লাইল ৯২: ১৩

অধিকাংশ সুফীর ধারণা আল্লাহ্ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে স্বীয় নূর দ্বারা এবং মুহাম্মাদের নূর দ্বারা সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ই হচ্ছে আল্লাহ্‌র প্রথম সৃষ্টি। তাদের এ ধারণা কুরআন বিরোধী।

[২৮] এ ব্যাপারে ৭টি আয়াত আছে। সূরা আল আরাফ ৭:৫৪, সূরা ইউনুছ ১০:৩, সূরা রা'দ ১৩:২, সূরা ত্বহা ২০:৫, সূরা ফুরকান ২৫:৫৯, সূরা আস সাজদাহ ৩২:৪, সূরা হাদীদ ৫৭:৪।

(৫) সুফীদের ইসলাম বিরোধী আকীদার কতিপয় নমুনা। যেমন: ওলীদের নামে মানত করা, ওলীদের কবরের চারিপাশে তাওয়াফ করা, কবরের ওপর নির্মাণ কার্য করা, আল্লাহ্ ও রসূল থেকে বর্ণিত হয়নি এমন বিশেষ পন্থায় যিকির করা, যিকরের সময় নাচা-নাচি, ধুমপান বা গাঁজা খাওয়া, তাবীজ-কবচ, যাদু, ভেল্কিবাজী, অন্যের মাল-সম্পদ নানা প্রতারণায় ভক্ষণ, তাদের উপর বিভিন্ন ছলনা, বাহানা করা এরূপ অনেক ধরনের ভ্রান্ত আকীদা ও কার্যকলাপ দেখা যায় তাদের মধ্যে।

আল্লাহ ও তার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কথার ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান

৩৪। প্রশ্ন: আমরা আল্লাহ্ এবং তার রসূলের কথার উপর কারো কোন কথাকে অগ্রাধিকার দেব কি?

উত্তর : আমরা আল্লাহ্ এবং তার রসূলের কথার উপর অন্য কারোর কথাকে অগ্রাধিকার দিব না। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ﴾

"হে মুমিনগণ! আল্লাহ্ ও তার রসূলের সামনে তোমরা কোন বিষয়ে আগে বেড়ে যেও না। সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১। রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ

"সৃষ্টিকর্তার অবাধ্যতায় কোন সৃষ্টজীবের আনুগত্য চলবে না।[২৯]

সাহাবী ইব্নে আব্বাস রা. বলেন: আমি তাদেরকে দেখছি, তারা অতি সত্ত্বর ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি বলি 'নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন', এর বিপরীতে তারা বলে, 'আবু বকর-উমার বলেছে![৩০]

[২৯] সহীহ মুসলিম হা/১৮৩৯, ১৮৪০, মুসনাদে আহ্মাদ ৭২৪, ইবনে মাজাহ হা/২৮৬৩

[৩০] মুসনাদে আহ্মাদ ও অন্যান্য কিতাব

দীনের ক্ষেত্রে মতবিরোধ হলে আমাদের করণীয়

৩৫। প্রশ্ন : দীনের ক্ষেত্রে মতবিরোধ হলে আমাদের করণীয় কি?

উত্তর : আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের (সুন্নাহর) আশ্রয় গ্রহণ করব। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيۡرٞ وَأَحۡسَنُ تَأۡوِيلًا﴾

"কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে তা আল্লাহ ও রসূলের দিকে উপস্থাপন কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর এটাই কল্যাণকর এবং পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। সূরা আন নিসা: ৫৯

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللهِ , وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ صلّى الله عليه وسلم

আমি তোমাদের মধ্যে দু'টি বস্তুই রেখে গেলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দু'টি বস্তুকে মজবুতভাবে ধরে থাকবে কোনক্রমেই পথভ্রষ্ট হবে না। আল্লাহর কিতাব আর আমার সুন্নাত।[৩১]

ইসলামী শরীআত

৩৬। প্রশ্ন: কেউ যদি মনে করে শরীআতের আদেশ-নিষেধ রক্ষা করা তার জন্য জরুরী নয়, তবে তার বিধান কি?

উত্তর: উক্ত ব্যক্তি কাফির, মুরতাদ এবং মিল্লাতে ইসলাম বহির্ভূত। কারণ, দাসত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্য। যা কালিমায়ে শাহাদাতের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে প্রমাণিত হয়। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত বাস্তব জগতে আল্লাহর পরিপূর্ণ ইবাদত না করা হবে ততক্ষণ তার দাসত্ব প্রমাণ হবে না। তিনিই প্রকৃত মুসলিম, যিনি ইসলামের মৌলিক আকীদা, ইবাদতের নিদর্শনসমূহ,

[৩১] হাদীসটি ইমাম মালেক বর্ণনা করেছেন এবং আল-বানী তার সহীহ জামেতে সহীহ বলেছেন।

শরীআত ভিত্তিক ফায়সালা, এমনকি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করবেন। আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত বিধানের বাইরে হালাল-হারাম সাব্যস্ত করা সরাসরি শিরকের অন্তর্ভুক্ত এবং তা ইবাদতে শিরক করার সমতুল্যও বটে।

কবর যিয়ারত ও তার আদব

৩৭। প্রশ্ন: কবর যিয়ারতের বিধান কি ? আমরা কেন কবর যিয়ারত করি?

উত্তর: মহিলা ব্যতীত[৩২] শুধু পুরুষের জন্য কবর যিয়ারত সাধারণত মুস্তাহাব।

কবর যিয়ারতের কিছু উপকারীতা ও কতিপয় আদব নিম্নে উল্লেখিত হল:

(১) জিয়ারতকারীর জন্য কবর যিয়ারত উপদেশ ও নসীহত স্বরূপ। এর ফলে মৃত্যুর কথা স্বরণ হয়, যা সৎকর্মের জন্য সহায়ক।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন:

আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত নিষেধ করেছিলাম, তবে এখন তোমরা যিয়ারত করতে পার। সহীহ মুসলিম হা/৯৭৭ অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে:

তোমরা কবর যিয়ারত কর, তা তোমাদেরকে পরকাল স্বরণ করিয়ে দেয়।[৩৩]

(২) আমরা কবরস্থানে গিয়ে মৃতদের জন্য ইস্তিগফার করব, ক্ষমা চাইব। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের নিকট কোন প্রার্থনা কিংবা দুআ কামনা করব না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবাদেরকে কবরস্থানে গিয়ে নিম্নের দুআটি পড়ার দীক্ষা দিয়েছেন :

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا، إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ، أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ

হে মুমিন ও মুসলিম কবরবাসীগণ তোমাদের প্রতি সালাম, ইন্‌শা আল্লাহ্‌ আমরাও তোমাদের সাথে অবশ্যই মিলিত হবো, আমি আল্লাহ্‌র নিকট আমাদের ও তোমাদের জন্য শান্তি কামনা করছি। সহীহ মুসলিম হা/৯৭৫

---

[৩২] হাসান: তিরমিযী ১০৫৬, ইবনে মাজাহ ১৫৭৬।

[৩৩] সহীহ মুসলিম হা/৯৭৬

(৩) কবরের ওপর বসা ও তার দিক ফিরে সালাত আদায় করা নিষেধ। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন :

কবরের উপর তোমরা বসবে না এবং তার দিকে ফিরে সালাত আদায় করবে না।[৩৪]

(৪) কবরস্থানে কুরআন মাজীদ এমনকি সূরা ফাতিহাও পড়া যাবে না। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ

তোমরা তোমাদের ঘর-বাড়ীকে কবরস্থান বানিয়ে নিও না। কেননা যে ঘরে সূরা বাকারা পড়া হয় শয়তান সে ঘর থেকে পলায়ন করে। সহীহ মুসলিম হা/৭৮০

উল্লেখিত হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, কবরস্থান কুরআন তিলাওয়াতের স্থান নয়, কুরআন তিলাওয়াতের স্থান বাড়ী। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবা থেকে কোন প্রমাণ নেই যে, তারা মৃতদের জন্য কুরআন পড়েছেন; হ্যাঁ, তারা মৃতদের জন্য দুআ করেছেন।

রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মৃত ব্যক্তির দাফন সম্পন্ন করতেন, তার নিকট দাঁড়িয়ে বলতেনঃ "তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার সুদৃঢ় হওয়ার জন্য দুআ কর। যেহেতু এখন সে জিজ্ঞাসিত হবে।[৩৫]

(৫) কবরে বা মাজারে পুষ্পমালা বা ফুল অর্পণ করা যাবে না। এ আমল রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তার সাহাবাগণ থেকে প্রমাণিত নয়। এটা খৃষ্টানদের সংস্কৃতি-কালচার। আমরা যদি উক্ত পুস্পমালার খরচটা ফকীর-মিসকীনকে দেই তবে তাতে মৃত ব্যক্তি ও ফকীর-মিসকীন উভয়ে লাভবান হবে।

(৬) কবর প্লাস্টার বা পাকা করা, পেইন্ট ও উঁচু করা এবং কবরে নির্মাণ কার্য করা নিষেধ।

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর পাকা করতে, তাতে বসতে ও কবরে নির্মাণ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। সহীহ মুসলিম হা/৯৭০

(৭) প্রিয় মুসলিম ভাই! মৃত ব্যক্তির নিকট দুআ চাওয়া ও তাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা থেকে বিরত থাকুন। মৃতরা সামর্থহীন, বরং এক

[৩৪] সহীহ মুসলিম হা/৯৭২

[৩৫] সহীহঃ আবূ দাউদ হা/৩২২১

আল্লাহকে ডাকুন, তিনি সর্ব শক্তিমান ও দুআ কবুল করেন। কারণ-মৃত ব্যক্তিদের নিকট কিছু প্রার্থনা করা শিরকে আকবরের অন্তর্ভুক্ত।

৩৮। প্রশ্ন : কবরে সিজদা ও সেখানে যবেহ করার বিধান কি ?

উত্তর: কবরে সিজদা ও পশু যবেহ করা জাহেলী যুগের মুর্তিপুজা তুল্য এবং বড় শিরক। কারণ সিজদা ও পশু উৎসর্গ করা ইবাদত, যা এক আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য বৈধ নয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করল কিংবা অন্য কারো উদ্দেশ্যে যবেহ করল, সে মুশরিক হয়ে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন :

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ۝١٦٢ لَا شَرِيكَ لَهُۥ ۖ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا۠ أَوَّلُ ٱلْمُسْلِمِينَ ۝١٦٣﴾

বল, নিশ্চয় আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন, আমার মৃত্যু, জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত। তার কোন শরীক নেই, আর আমি এর প্রতি আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম মুসলমান। সূরা আল-আন্‌আম ৬:১৬২-১৬৩। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ ۝١ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ﴾

আমি অবশ্যই তোমাকে (হাউজে) কাওসার দান করেছি, সুতরাং তুমি তোমার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। সূরা আল-কাওসার ১০৮: ১-২

এছাড়া আরো অনেক আয়াত রয়েছে যা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, সিজদা, পশু উৎসর্গ করা, যবেহ করা ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে করা শিরকে আকবর।

৩৯। প্রশ্ন : ওলীদের কবরের চারিপার্শ্বে তাওয়াফ করার বিধান কি ? ওলীদের উদ্দেশ্যে পশু উৎসর্গ বা যবেহ করা অথবা মানত করার বিধান কি ? ইসলামের দৃষ্টিতে জীবিত বা মৃত ওলীদের নিকট দুআ প্রার্থনা কি জায়েয?

উত্তর : মৃত ওলীদের উদ্দেশ্যে পশু উৎসর্গ বা যবেহ করা ও মানত করা শিরকে আকবর। ওলী বলতে বুঝায় যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বনের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র বন্ধুত্ব লাভ করেছে এবং শরীয়াতের বিধি-নিষেধগুলো যথাযথ পালন করে। যদিও তার থেকে কোন কারামত প্রকাশ না পায়। মৃত ওলী বা অন্যদের কাছে দুআ প্রার্থনা জায়েয নয়, জীবিত সৎ ব্যক্তিদের নিকট দুআ

চাওয়া জায়েয। কবরের চতুর্পাশে তাওয়াফ করা জায়েয নয়, তা একমাত্র কা'বা শরীফের বৈশিষ্ট্য।

কেউ যদি কবরবাসীর নৈকট্য অর্জনের উদ্দেশ্যে তাওয়াফ করে, তবে তা বড় শিরকের অন্তর্ভুক্ত বলেই গণ্য। আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্য হলেও এটা জঘন্যতম বিদআত। কারণ তাওয়াফ কিংবা সালাতের স্থান কবর নয়। যদিও আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা উদ্দেশ্য হয়।

আল্লাহর পথে দাওয়াতের বিধান

৪০। প্রশ্ন : আল্লাহ্‌র পথে দাওয়াত দেয়ার বিধান কি?

উত্তর: আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়া প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। কুরআন-হাদীস কর্তৃক প্রত্যেকেই এর দায়িত্বপ্রাপ্ত। এর জন্য আল্লাহর সরাসরি নির্দেশও বিদ্যমান রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ﴾

তুমি তোমার রবের পথে হিকমত ও উত্তম ওয়াজ-নসিহতের মাধ্যমে আহ্বান কর। সূরা আন-নাহাল ১৬: ১২৫। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ قَوۡلٗا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَٰلِحٗا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ﴾

যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে- আমি একজন মুসলমান, তার কথা অপেক্ষা উত্তম কথা আর কার হতে পারে? সূরা ফুস্‌সিলাত ৪১:৩৩

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا

যে লোক সঠিক পথের দিকে ডাকে তার জন্য সে পথের অনুসারীদের প্রতিদানের সমান প্রতিদান রয়েছে। এতে তাদের প্রতিদান হতে সামান্য ঘাটতি হবে না। সহীহ মুসলিম হা/২৬৭৪

এ সকল আয়াত ও হাদীসসমূহ আল্লাহর দিকে দাওয়াত ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ ও ফযীলত বর্ণনা করে। আল্লাহর শরীয়াতের প্রসার ও তার সংরক্ষণ এ দাওয়াতের উপরই নির্ভর করে। এর মাধ্যমেই মানুষ জাহান্নাম থেকে বাঁচার

সর্বোত্তম পন্থা পেয়ে যাবে- যদি তারা তা গ্রহণ করে এবং তা আমলে পরিণত করে। আল্লাহ তাওফীকদাতা।

মুসলিমরা কখন বিজয় লাভ করবে?

৪১। প্রশ্ন: মুসলিমরা কখন বিজয় লাভ করবে?

উত্তর: মুসলিমরা যখন আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাহ বাস্তবায়ন করবে, তাওহীদের প্রচার করবে, সব ধরণের শিরক থেকে বেঁচে থাকবে, আল্লাহর পথে ব্যয় করবে, আর তাদের শত্রুর মোকাবিলার জন্য যথাসম্ভব প্রস্তুতি (আল্লাহর পথে জিহাদ করবে) গ্রহণ করবে। আর তখনই তারা বিজয় লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرۡكُمۡ وَيُثَبِّتۡ أَقۡدَامَكُمۡ﴾

হে মুমিনগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সাহায্য কর তবে আল্লাহও তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা-গুলো সুদৃঢ় করে দেবেন। সূরা মুহাম্মাদ ৪৭:৭। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسۡتَخۡلِفَنَّهُمۡ فِي ٱلۡأَرۡضِ كَمَا ٱسۡتَخۡلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمۡ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرۡتَضَىٰ لَهُمۡ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعۡدِ خَوۡفِهِمۡ أَمۡنٗاۚ يَعۡبُدُونَنِي لَا يُشۡرِكُونَ بِي شَيۡـٔٗاۚ وَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡفَٰسِقُونَ﴾

তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে আল্লাহ তাদেরকে এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদেরকে যমীনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন। যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের। আর তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন। আর তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তন করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদত করবে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। আর যারা কুফুরী করবে তারাই ফাসিক। সূরা আর নূর ২৪: ৫৫

﴿تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۝١١ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ وَمَسَٰكِنَ طَيِّبَةً فِى جَنَّٰتِ عَدْنٍ ۚ ذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۝١٢ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۝١٣﴾

তোমরা আল্লাহর প্রতি ও তার রসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমরা তোমাদের ধন–সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জানতে। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন। আর তোমাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার তলদেশে নদী প্রবাহিত এবং চিরস্থায়ী জান্নাত সমূহে উত্তম আবাস গুলোতেও (প্রবেশ করবেন)। এটাই মহা সাফল্য। আরো একটি (অর্জন) যা তোমরা খুব পছন্দ কর। (অর্থাৎ) আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও নিকটবর্তী বিজয়। আর মুমিনদেরকে তুমি সুসংবাদ দাও। সূরা আস সফ ৬১:১১-১৩ আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন:

﴿وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾

আর তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও তবে,তোমরাই বিজয়ী হবে। সূরা আলি ইমরান ৩:১৩৯

﴿وَجَٰهِدُوا۟ فِى ٱللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِۦ ۚ﴾

তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ কর যেভাবে জিহাদ করা উচিত। সূরা আল-হাজ্জ ২২:৭৮

কবর স্পর্শ করা নিষেধ

৪২। প্রশ্ন: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর কবর বা অন্য নবী এবং সৎ ব্যক্তিদের কবর স্পর্শ করা, এমনিভাবে মাকামে ইব্‌রাহীম, কা‘বা ঘরের দেয়াল-গেলাফ এবং দরজা স্পর্শ করার বিধান কি ?

উত্তর: কবর স্পর্শ করার ব্যাপারে আবুল আব্বাস রহি. বর্ণনা করেন: উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা অন্য কোন নবী বা সৎ ব্যক্তিদের কবর যিয়ারত করার সময় হাত

দিয়ে স্পর্শ কিংবা মুখ দিয়ে চুম্বন করা যাবে না। দুনিয়াতে জড় পদার্থের মধ্যে হাজরে আসওয়াদ (কালো পাথর) ব্যতীত অন্য কোন বস্তু চুম্বন করা বৈধ নয়। উমার রাদিয়াল্লাহু আনহু হাজরে আসওয়াদকে উদ্দেশ্য করে বলেন:

وَاللهِ، إِنِّي لَأُقَبِّلُكَ، وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ، وَأَنَّكَ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبَّلَكَ مَا قَبَّلْتُكَ

আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় আমি জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র। তুমি ক্ষতিও করতে পারবে না উপকারও করতে পারবে না। অতএব, আমি যদি রসূলুল্লাহকে চুম্বন দিতে না দেখতাম তবে আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।[৩৬]

আর চুম্বন দেয়া ও স্পর্শ করা শুধুমাত্র বায়তুল্লাহর (কাবা ঘরের) কোণের জন্য নির্ধারিত। অতএব আল্লাহর ঘরের সাথে সৃষ্ট জীবের ঘরের তুলনা করা যাবে না।

ইমাম গায্যালী রহি. বলেন: কবর স্পর্শ করা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের অভ্যাস। মাকামে ইব্রাহীমের ব্যাপারে কাতাদা বলেন: মাকামে ইব্রাহীমের নিকট সালাত আদায় করার জন্য আদেশ করা হয়েছে, তা স্পর্শ করার জন্য আদেশ করা হয়নি। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন: "মাকামে ইব্রাহীম চুম্বন ও স্পর্শ করা যাবে না, এটা বিদআত।"

কাবা ঘরের অন্যান্য অংশ সম্পর্কে আবুল আব্বাস বর্ণনা করেন: চার ইমাম ও অন্যান্য ইমামদের মতে রুকনে ইয়ামানীকে শুধু হাত দিয়ে স্পর্শ এবং হাজরে আসওয়াদকে মুখ দিয়ে চুম্বন ও হাত দিয়ে স্পর্শ করা যাবে। এছাড়া অবশিষ্ট দুই কোণ বা কাবা ঘরের অন্যান্য অংশ চুম্বন কিংবা স্পর্শ করা যাবে না। যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রুকনে ইয়ামানী ও হাজরে আসওয়াদ ব্যতীত অন্য কিছু স্পর্শ করেননি। অতএব, যেখানে উক্ত দু'কোণ ব্যতীত কাবার অন্য কোন অংশ স্পর্শ ও চুম্বন করা জায়েয নেই, অথচ তা বাইতুল্লাহর অংশ, সেখানে কা'বা ঘরের গেলাফ, দরজা ও মক্কা-মদীনা মসজিদের দরজাসমূহ স্পর্শ ও চুম্বন করার বৈধতার প্রশ্নই আসে না।

[৩৬] সহীহ বুখারী হা/১৬১০, সহীহ মুসলিম হা/১২৭০।